ঝিনাইদহে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে আহত ১৫

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের ইসলামপুর হরিপুর কবি ফজের আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হন জামায়াত সমর্থিত জহুরুল ইসলাম। এ নিয়ে স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে মতবিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে বৃহস্পতিবার (০৭ আগস্ট) স্কুল কমিটির সভা চলাকালে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে জামায়াতের ৯ জন ও বিএনপির ৬ নেতাকর্মী সহ মোট ১৫ জন আহত হয়।

রক্তমাখা শরীর। তীব্র ব্যাথায় কাতরাচ্ছে সবাই। হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কারো মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে। কেউ ব্যান্ডেজ নিয়ে বসে আছে। এমন সময় একদল মানুষ এসে আহত মানুষগুলোর উপর হামলা চালালো। শুরু হলো ধস্তাধ্বস্তি ও আহত রোগীদের মারধর।

জরুরী বিভাগের মধ্যে এমন দৃশ্য দেখে হাসপাতালে আসা সেবা গ্রহীতা সবাই হতবাক। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটে। সেসময় হামলায় আহত রোগীরা আরো আহত হয়ে পড়েন।

পুলিশ ও এলাকাবাসি সুত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের ইসলামপুর হরিপুর কবি ফজের আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হন জামায়াত সমর্থিত জহুরুল ইসলাম। এ নিয়ে স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে মতবিরোধ চলে আসছিলো।

বৃহস্পতিবার স্কুল কমিটির সভা চলাকালে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে জামায়াতের ৯ জন ও বিএনপির ৬ নেতাকর্মী আহত হন। বিএনপির আহতরা হলেন, কানুহরপুর গ্রামের ইমাদুর রহমান, একই গ্রামের মাসুম, গোলাম মোস্তফা, সুমন, রেহানা খাতুন ও মহারাজপুর গ্রামের রহমতুল্লাহ।

জামায়াতের আহতরা হলেন, জহুরুল ইসলাম, হুসাইন, মুজাব আলী, হাফিজুর রহমান, রুপচাঁদ আলী, ফয়জুল্লাহ, সলেমান মন্ডল, তোতা মিয়া ও সফর আলী। বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত আহতরা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

এদিকে দুপুর ১২টার দিকে সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে দুই দলের

আহত নেতাকর্মীরা আরেকদফায় মারামারিতে লিপ্ত হয়। এ সময় হাসপাতালে আসা সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে হাসপাতালে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। হামলার বিষয়ে বিএনপি ও জামায়াত পরস্পরকে দোষারোপ করছেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন সংঘর্ষের খবর নিশ্চিত করে জানান, চার মাস আগে স্কুলের কমিটি করা নিয়ে মারামারির সুত্রপাত হয়। একপক্ষ কমিটি মানতে নারাজ। তারাই বৃহস্পতিবার হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। ওসি আরো জানান, এখনও থানায় কোন পক্ষ মামলা করেনি। তবে দুই পক্ষ মামলা দিলে তা রেকর্ড করা হবে। এবং বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনআনুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নাটোরে ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে মেহেরপুরের মা-মেয়ে নিহত

নাটোরের বড়াইগ্রামে সিমেন্টবোঝাই ট্রাক ও যাত্রীবাহী মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ছয় জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার দুই নারী ভোলারদাড় গ্রামের সিমা খাতুন (২২) এবং তার মা আনজুমান আরা (৪৫), যিনি বেতবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা।

মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে আজ বুধবার (২৩ জুলাই) সকালে, বড়াইগ্রাম উপজেলার তরমুজ পাম্প এলাকায়, বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে।
জানা গেছে, মেহেরপুর থেকে ঢাকাগামী মাইক্রোবাসটি সিরাজগঞ্জ হয়ে রাজধানীর দিকে যাচ্ছিল। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা সিমেন্টবোঝাই একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে মাইক্রোবাসটি দুমড়ে- মুচড়ে যায়।

আনজুমানআরা ও সিমা খাতুন যাচ্ছিলেন সিরাজগঞ্জে, অসুস্থ নাতিকে

দেখতে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সিমার সন্তান বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ, তাকে দেখতে ও খোঁজখবর নিতে যাচ্ছিলেন মা ও মেয়ে। কিন্তু পথেই ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা, আর তাতে শেষ হয়ে যায় দুই নারীর জীবন-ভ্রমণ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সংঘর্ষের পর ঘটনাস্থলেই পাঁচজন নিহত হন। গুরুতর আহত দুজনকে বড়াইগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে, সেখানে আরও একজনের মৃত্যু হয়। অপর আহত ব্যক্তিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় গাংনীর ভোলারদাড় ও বেতবাড়িয়া গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
পরিবারের সদস্যরা জানান, “সিমা সদ্য বিবাহিত ছিল। তার ছোট্ট সন্তান অসুস্থ। সেই সন্তানকে দেখতে যাওয়া পথেই ঘটে গেল চিরদিনের বিচ্ছেদ।”

গাংনীতে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে সংঘর্ষে নারীসহ আহত-৫

মেহেরপুরের গাংনীতে পৈত্রিক জমি নিয়ে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ৫ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, ইউনুস আলী (৭০) ও তার স্ত্রী জয়নব আরা (৬০), ছেলে হাসানুজ্জামান (৩১)। অপরপক্ষের আহতরা হলেন, মহসিন আলী (৮০), তার স্ত্রী হানুফা (৬৫), ছেলে রিপন হোসেন (৩০)।

আহত ইউনুস আলী জানান, আমার জমি জোর করে তারা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল আমার বড় ভাই মহসিন আলী। তাকে নিষেধ করাই সে আমার উপর হামলা চালায়। এতে আমার স্ত্রী ও ছেলেসহ আমি মারাত্বক আহত হয়েছি।

এদিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসে আরেক

দফা হামলা করে মহসিন আলীর লোকজন। এদিকে ইউনুস আলীর অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক এম কে রেজা।

এঘটনায় উভয় পক্ষই মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলার নাকোইল বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নাকোইল গ্রামের মহিউদ্দিনের সাথে একই গ্রামের শহিদুল ইসলাম ওরফে সুরমান মন্ডলের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। রোববার বিকেলে মহিউদ্দিনের সমর্থক মিঠুর সাথে সুরমান মন্ডলের সমর্থক বিপুলের কথা কাটাকাটি হয়। এরই এক পর্যায়ে সোমবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আবারো সংঘর্ষ এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানার এস আই সম্রাট বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারিতে কয়েকজন আহত হয়েছে। আমরা সংবাদ শুনে সাথে সাথে সেখানে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়েছি। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

কালীগঞ্জে সংঘর্ষে নিহত দুই জনকে নিয়ে জামায়াত-বিএনপির ঠেলাঠেলী

সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দুইপক্ষের সংঘর্ষে নিহত হয় দুই ভাই। নিহতরা জামায়াত নাকি বিএনপি কর্মী তা নিয়ে চলছে দল দুদলের ঠেলাঠেলী।

বিএনপি বলছে নিহতরা জামায়াত কর্মী আর জামায়াত বলছে তারা কোনদিনও তাদের কর্মী ছিলো না। ঘটনাটি ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার জামালা ইউনিয়নের।

জানা যায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জামাল ইউনিয়নের বিএনপি নেতা নজরুল ইসলামের সঙ্গে বিএনপির অপর পক্ষ আরিফ, লিটন, বুলু ও আশরাফের সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘদিন বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে পহেলা জুন সকালে ইউনিয়নের নাকোবাড়িয়া গ্রামে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে অন্তত ৫ জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে মহব্বত হোসেন নামের একজনের শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুরে নেওয়ার পথে তিনি মারা যায়। আহত হয় তার ভাই ইউনুছ আলীসহ আরও ৪ জন। ঘটনার ৩ দিন পর মহব্বত আলীর বড় ভাই ইউনুছ আলী রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

এ ঘটনার পর থেকেই নিহত দুই ভাইকে নিয়ে দায় এড়াতে শুরু হয়েছে বিএনপি ও জামায়াতের ঠেলাঠেলি। নিহতদের জামায়াত কর্মী বলে বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হলেও, শনিবার সকালে পাল্টা সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা জামায়াত সেই দাবি সাফ উড়িয়ে দিয়েছে।

গত ১১ জুন উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে দাবী করা হয় নিহতরা জামায়াত কর্মী। দীর্ঘদিন তারা জামায়াতের রাজনীতির সাথে জড়িত। প্রমাণ হিসেবে জামায়াতের একটি অনুষ্ঠানে নিহত ইউনুছ আলীর উপস্থিতির ছবি তুলে ধরা হয়।

শহরের নলডাঙ্গা সড়কের কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজের দলীয় কার্যালয়ে এ সংবাদ

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ইলিয়াস রহমান মিঠু।

এদিকে শনিবার সকালে পাল্টা সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা জামায়াত সেই দাবি সাফ উড়িয়ে দিয়েছে। কালীগঞ্জ উপজেলা শহরের বাকুলিয়ায় জামায়াতের দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা জামায়াতের আমীর আব্দুল হক মোল্লা স্পষ্টভাবে বলেন, “নিহত মতব্বত আলী ও ইউনুছ আলী কখনও জামায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। এ হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং হত্যাকারীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দাবি জানিয়েছে জামায়াত নেতা বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কখনোই হত্যার রাজনীতি করে না।

কিন্তু গত ১১ জুন উপজেলা বিএনপি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে যগ্ম আহবায়ক ইলিয়াস রহমান মিঠু নিহত ইউনুছ আলীকে জামায়াত কর্মী ও সন্ত্রাসী বলে দাবি করেন। অথচ বিএনপি কর্মী হত্যাকান্ডের পর বিএনপির জেলা ও উপজেলার একাধিক শীর্ষ নেতা নিহত ইউনুছ আলীকে বিএনপির কর্মী বলে উল্লেখ করেন। যার ভিডিও আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া এ হত্যাকান্ডের ঘটনায় প্রতিবাদ সমাবেশে নিহতের ভাই ইয়াকুব আলী বিশ্বাস বলেন, আমার ভাই বিএনপি কর্মী হওয়ায় আওয়ামী লীগের ভয়ে ১৬ বছর পালিয়ে ছিলেন। আওয়ামীলীগ সরকার পতনের পর দেশে এসে তার দল বিএনপি সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হলো।

লিখিত বক্তব্যে উপজেলা জামায়াতের আমির জোর দিয়ে বলেন, একজন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই জামায়াতের কর্মী হতে পারে না। জামায়াতের কর্মী হওয়ার জন্য নিদ্দিষ্ট সিলেবাস ও কর্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়। কোন সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ বা এমন কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ আছে এমন ব্যক্তি জামায়াতের কর্মী হওয়ার ন্যুনতম কোন সুযোগ নেই। অথচ সংবাদ সম্মেলনে ইলিয়াস রহমান মিঠু বার বার তাদের দলীয় কর্মীকে জামায়াতের কর্মী বলে প্রচার করার চেষ্টা করেন। এরমধ্যে দিয়ে জামায়াতকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। সংবাদ সম্মেলন থেকে বিএনপির এ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান উপজেলা জামায়াত।

ঝিনাইদহে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত আরও একজনের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার নাকোবাড়ীয়া গ্রামে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে ইউনুছ আলী (৬২) নামে আহত আরও একজন চিকিৎসাধীন অবস্থা মারা গেছেন।

বুধবার (৪ জুন) সকালে যশোরের ইবনে সিনা প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। স্থানীয়রা জানান, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জামাল ইউনিয়নের বিএনপি নেতা নজরুল ইসলামের সঙ্গে বিএনপির অপর পক্ষ আরিফ, লিটন, বুলু ও আশরাফের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল।

এরই জেরে রোববার সকালে জামাল ইউনিয়নের নাকোবাড়িয়া গ্রামে উভয়পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে নাকোবাড়িয়া গ্রামের মহব্বত আলী ও তার ভাই ইউনুছ আলীসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আহতদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে মহব্বত হোসেনকে ফরিদপুরে রেফার্ড করা হলে ওই দিন দুপুরে তিনি মারা যান। তার ভাই ইউনুস আলী এরপর থেকে যশোরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকালে তিনিও মারা যান। নিহতরা উপজেলার নাকোবাড়িয়া গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে।
এদিকে মহব্বত আলী হত্যার ঘটনায় মঙ্গলবার বিকেলে একটি মামলা দায়ের হয়েছে। মামলায় ৫৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৩০ থেকে ৪০ জনকে আসামি করা হয়। এক নম্বর আসামি করা হয়েছে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক কোলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ডাক্তার নুরুল ইসলামকে।

মামলার আসামিরা সবাই কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ঝিনাইদহ-৪ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের অনুসারী বলে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

সোমবার রাতে মামলা দায়ের করা হলেও নানা নাটকীতার পর মঙ্গলবার বিকেলে মামলাটি রেকর্ডভুক্ত করে থানা পুলিশ। মামলা রেকর্ডের একদিন পর বুধবার সকালে ইউনুছ আলী নামে আরও এক বিএনপি কর্মী মারা

যাওয়ায় এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম হাওলাদার নিহত মহব্বত আলীর বড় ভাই ইউনুছ আলী মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় ৫৮ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ কাজ করছে।

কালীগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে মহব্বত হোসেন (৬০) নামের একজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৪ জন।

রোববার (১ জুন) সকালে উপজেলার নাকোবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জামাল ইউনিয়নের বিএনপি নেতা নজরুল ইসলামের সাথে বিএনপির অপর পক্ষ আরিফ, লিটন, বুলু ও আশরাফ’র সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে রোববার সকালে ইউনিয়নের নাকোবাড়িয়া গ্রামে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত ৫ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মহব্বত হোসেনের অবস্থা গুরুতর হলে তাকে ফরিদপুরে রেফার্ড করা হয়। দুপুরে ফরিদপুর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল হাওলাদার বলেন, সংবাদ শুনেই ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ কাজ করছে।

মহেশপুরে ইউএনও’র গাড়ির সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সরকারি গাড়ির সঙ্গে যাত্রীবাহী একটি বাসের সংঘর্ষে গাড়িচালক আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মহেশপুর উপজেলার বারোমাসি ব্রিজের পাশে কালিগঞ্জ -জীবননগর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইউএনও খাদিজা আক্তারের ব্যবহৃত সরকারি গাড়িটি সার্ভিসিংয়ের জন্য কোটচাঁদপুরের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন এসিল্যান্ডের ড্রাইভার শাওন হোসেন। বারোমাসি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা শাপলা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইউএনও’র গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক শাওন হোসেন আহত হন।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর জানান, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। বাসটিকে আটক করা হয়েছে।’ এই ঘটনায় এখনো মামলা দায়ের হয়নি।

মেহেরপুর আদালত চত্বরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩,

হাসপাতালে ফের হামলা

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংঘর্ষে আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করার এক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের ওপর ফের হামলা চালিয়েছে প্রতিপক্ষ।

বুধবার (২৮ মে) দুপুর দেড়টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এই চাঞ্চল্যকর হামলার ঘটনা ঘটে।

এর আগে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে আদালত প্রাঙ্গণে দক্ষিণ শালিকা ও গুচ্ছগ্রামের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হন সাইফুল হোসেন, রাজ (২৪) ও সেলিম রেজা (৫০)। পরে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহতদের ভর্তি করার পর এক ঘণ্টাও না যেতেই আনুমানিক দুপুর দেড়টার দিকে প্রতিপক্ষের কয়েকজন সদস্য হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ঢুকে চিকিৎসাধীন সাইফুল ও রাজের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তারা বেডে থাকা অবস্থাতেই লাঠি ও ঘুষি-থাপ্পড়ে মারধরের শিকার হন।

হাসপাতালে থাকা অন্যান্য রোগী ও স্বজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতালের এক নার্স নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, “এভাবে ভেতরে ঢুকে রোগীর ওপর হামলা সত্যিই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।”

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হামলায় সাইফুল হোসেনের মাথায় ফের আঘাত লাগে এবং তার অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, “আদালত চত্বরে সংঘর্ষের পর হাসপাতালে আবার হামলার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হামলাকারীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।”

এ ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্মেলন ঘিরে দফায় দফায় হামলা- সংঘর্ষ, আহত ১০

দলীয় কোন্দলের জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে দফায় দফায় হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। এ ঘটনায় জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, বিএনপি নেতা কাজী মিজান মেনন, মনোয়ারুল হোসেন চঞ্চল, আজিমুল বারি লাভলুসহ প্রায় ১০ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার সকাল ১১ টা থেকে দুপুর পর্যন্ত কয়েক দফায় এ হামলা- সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতদের অভিযোগ, আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম এবং তার ভাই সফিকুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে তাদের সমর্থকরা সম্মেলনস্থলে হামলা চালান। তারা সম্মেলনে আসা নেতাকর্মীদের বাধা দিচ্ছিলেন, আর প্রতিরোধ করতে গেলেই হামলার শিকার হতে হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল থেকেই সংঘর্ষের একাধিক পর্ব চলে। লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল নিয়ে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা জানাচ্ছেন, ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত এবং সম্মেলন বানচালের উদ্দেশ্যেই হামলা হয়েছে।

আমঝুপি ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আজিমুল বারি লাভলু বলেন, ইউনিয়ন সম্মেলনকে ঘিরে কয়েকদিন ধরে সাইফুল ইসলামের লোকজনের নানা হুমকি শোনা যাচ্ছিল। প্রথমে আমঝিুপি হাইস্কুল মাঠ, তার পরে নিলকুঠি চত্বরে সম্মেলন করার কথা ছিলো। পরে তাদের বাঁধার কারণে উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে করার সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক সকাল থেকে নেতাকর্মীরা সম্মেলন স্থলে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে সাইফুল ইসলাম ও তার ভাই শফিকুল ইসলামের

নেতৃত্বে তাদের কর্মী সমর্থকরা নেতাকর্মীদের বাঁধা প্রদান করে। বাঁধা প্রতিরোধ করতে গেলে তারা লাঠি নিয়ে নেতাকর্মীদের উপর হামলা করেন। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলেও তারা তাদেরও তোয়াক্কা না করে দফায় দফায় হামলা শুরু করে। পরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান ভাই গাড়ি বহর নিয়ে সম্মেলন যেতে গেলে গাড়ি ভাংচুর করে এবং কামরুল ভাইয়ের উপর হামলা করে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, র্যাব ও বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও। তবে আইন-শৃঙ্খলবা বাহিনীর সামনে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও তাদের নিরবতা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

অভিযুক্ত উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘ দিন আমরা যারা লড়াই সংগ্রাম করে বিএনপি’র জন্য জীবন বাজি রেখেছি। সেই সকল ত্যাগী নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে হাইব্রিডদের নিয়ে কমিটি করা হচ্ছে। এ কারণে ওই নেতাকর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ বলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের কর্মী সমর্থকরা দলীয় প্রতিটি কাজে বাঁধা প্রদান করে যাচ্ছে। সকল বাঁধা পেরিয়ে আমরা দলীয় গঠণতন্ত্র মোতাবেক ইউনিয়নগুলোতে কাউন্সিল করছি। আমঝুপিতেও তার সমর্থক সাইফুল চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা আমাদের সদস্য সচিবসহ নেতাকর্মীদের উপর হামলা করে জখম করেছে। আমরা বিষয়টি কেন্দ্রে জানিয়েছি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন বলেন, “সংঘর্ষের পরপরই পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

প্রসঙ্গত, আজ শুক্রবার ২৩ মে বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপি’র দ্বি-বার্ষীক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্থানীয় উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাধারণ সম্পাদক পদে হাফিজুর রহমান বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় বিজয়ী হয়েছেন। সভাপতি পদে জহির

হোসেন চঞ্চল, মোস্তাক রাজা, স্বপন আহমেদ প্রতিদ্বন্দীতা করছেন। সম্মেলনে জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান , যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান সাতু, ওমর ফারুক লিটন অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন।